JAN. 29 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফরিদপুরে বইয়ের জন্য হাহাকার

চাহিদা ২ লাখ ৫ হাজার সেট, পাওয়া গেছে ১ হাজার ৯০০

অশোকেশর রায়, ফরিদপুর থেকে : মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার ২ লাখ ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বই নিয়ে তীব্র হাহাকার শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার পর্যন্ত জেলার বইয়ের দোকানগুলোতে (লাইব্রেরি) মাত্র ১ হাজার ৯ শতাধিক বাংলা, অংক, ইংরেজি বই এসেছে। চাহিদার তুলনায় এ প্রাপ্তি ১ শতাংশেরও কম। কোনো কোনো লাইব্রেরি আবার কোনো শ্রেণীর কেবল একটি করে বই পেয়েছে। নতুন যে সমস্ত বই এসেছে তার পাতা, ছাপা এবং বাঁধাই খুবই নিম্নমানের।

সরজমিন অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এ বছর বোর্ডের বই মুদ্রণ ও সরবরাহের জন্য একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'পুস্তিকা' ফরিদপুর জেলায় কোনো এজেন্ট নিয়োগ না করায় বইয়ের লাইব্রেরিগুলো ঢাকার বাংলাবাজারে রীতিমতো লাইন দিয়ে বই কিনে আনছে। তাও আবার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে যথেষ্ট বেশি দামে। শহরের চকবাজারের প্রভিনসিয়াল বুক হাউস-এর আব্দুল খালেক জানান, বইয়ে লেখা দামের চেয়ে দশ শতাংশ বেশি দামে বই আনতে হয়েছে। বই বিতানের আনিসুল হক টুটুল বলেন, প্রতি বইয়ের দামের চেয়ে ১০ টাকা বেশি দামে বই কিনে আনতে হয়েছে। থানা রোডস্থ নিউ বইঘর-এর মোঃ শাহাবুদ্দিন বাকাউলও বেশি দামে বই কেনার কথা জানিয়ে বলেছেন, গত বছরের তুলনায় এবার বইয়ের দামও বেশি। যেমন ৯ম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের দাম গতবার ছিল ৩২ টাকা ২২ পয়সা। এবার রাখা হয়েছে ৪১ টাকা ৯১ পয়সা। সকলকে অগ্রিম টাকা দিয়ে/এই বই 'বুক' করতে হলেও অনেকে এখনো বই পাননি। ভাংগা উপজেলার আশরাফ লাইব্রেরির মোঃ ইজাজ, একই উপজেলার ইসলামিয়া লাইব্রেরির জালাল উদ্দিন আহমেদ, মধুখালী উপজেলার আল আমিন লাইব্রেরির জাকির হোসেন প্রমুখ জানান, তারা সামান্য বই পেয়েছেন। ফরিদপুর শহরের ইসলামিয়া বুক ডিপোর মোঃ ফজলুল হক জানান, তাদের লোক গত ৫ দিন যাবৎ ঢাকায় থেকে অগ্রিম টাকা দিয়েও বই না পাওয়ায় তারা এখনো বই আনতে পারেননি।

শহরের প্রভিনসিয়াল বুক হাউস প্রতি শ্রেণীর ৫০টি করে বাংলা, অংক ও ইংরেজি বই, বই বিতান ৯ম শ্রেণীর বাংলা গদ্য ও ইংরেজি ছাড়া ৬০টি করে প্রতি শ্রেণীর বাংলা, অংক, ইংরেজি বই, নিউ বইঘর এই বইগুলো ২৫টি করে (কোনো কোনো শ্রেণীর একটা/দুইটা বই বাদে), ভাংগা উপজেলার আশরাফিয়া লাইব্রেরি ৫টি করে, ইসলামিয়া লাইব্রেরি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১০টি করে ও ৯ম শ্রেণীর ২টি করে, মধুখালীর একটি লাইব্রেরি ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর শুধুমাত্র বাংলা বই ১০টি করে এবং ৯ম শ্রেণীর বাংলা, অংক বই ৫টি করে পেয়েছে বলে জানা গেছে।

লাইব্রেরিগুলো এ স্বল্প পরিমাণ বই পাওয়ার কারণে একটি-দুটি নতুন বইয়ের সঙ্গে গতবারের পুরোনো বই বিক্রি করছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি-দুইটি বই পরিবর্তন হওয়া ছাড়া বাকি বইগুলো অপরিবর্তিত থাকার সূত্র ধরেই যে তিন বিষয়ের নতুন বই এসেছে সেগুলোর সঙ্গে পুরোনো বইগুলো বিক্রি করতে দেখা গেছে। আবার অনেকে এর সঙ্গে বিক্রি করছে নোট বই। বেশি দামে বিক্রি নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার বচসা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে লাইব্রেরি মালিকরা জানান, বেশি দামে বই কেনার কারণে বাধ্য হয়েই বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে নোট বইও বিক্রি করতে (গছিয়ে দিতে) হচ্ছে বাধ্য হয়েই, এই হচ্ছে মালিকদের বক্তব্য।

বই সমস্যার কারণে জেলার ১৭৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশতেই ক্লাস শুরু হয়নি। বই কিনতে না পেরে হতাশ ও ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীর অনেকেই স্কুলে যাচ্ছে না। অভিভাবকসহ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন লাইব্রেরিগুলোতে ভিড় জমাতে থাকায় সমস্যায় পড়ছে উভয়পক্ষই। একজন অভিভাবক শামসুল হক জানান, ছেলের স্কুলে সিলেবাস-রুটিন বা পাঠদানের কোনো প্রক্রিয়া এখনো শুরু না হওয়ায় ছেলে স্কুলে যাচ্ছে কেবলমাত্র একটি খাতা নিয়ে। বজলুর রহমান নামে আরেক অভিভাবক জানান, ছেলের ফল প্রকাশের পর থেকে প্রতিনিয়ত বইয়ের জন ঘোরাঘুরি করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কিন্তু বই পাননি।

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-লাইব্রেরি মালিক সবারই ক্ষোভ বেক্সিমকোর সহযোগী, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'পুস্তিকা'র বই কেলেঙ্কারি-অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি নিউ বইঘরের মালিক মোঃ শাহাবুদ্দিন বকাউল বলেন, একটি অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপানোর দায়িত্ব প্রদানই আজকের সংকটের মূল কারণ। বই সংকটের কথা স্বীকার করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াহিদউদ্দিন আহমেদ জানান, এ বিষয়ে আমার কিছুই করার নেই।